

জান্নাতের পাখি

তাওহীদা মাহমুদ
সম্পাদনা: উম্মে সুহাইব

প্রকাশকের কথা

ছোট সোনামণিদের কল্পনার জগৎ যেমন রঙিন, তেমনি তাদের কৌতূহলও অসীম। সেই অসীম কৌতূহল আর রঙিন ভাবনার খোরাক জোগাতেই আমাদের এই নতুন আয়োজন— জান্নাতের পাখি।

শিশুরা বই পড়তে পড়তে যেন অন্য এক ভুবনে হারিয়ে যেতে পারে, সেই লক্ষ্যেই আমরা এই বইটির প্রতিটি পাতা সাজিয়েছি চমৎকার সব ছবি আর সহজ গল্পে। আমরা বিশ্বাস করি, শৈশব থেকেই বই পড়ার অভ্যাস একটি শিশুর মেধা ও মনন বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

প্রিয় অভিভাবক,

বইটি পড়ার সময় আপনার সন্তানকে সঙ্গ দিন। ওর সাথে গল্প করুন, ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। এতে শুধু তার পড়ার প্রতি আগ্রহই বাড়বে না, বরং আপনার সাথে তার বন্ধনও আরও দৃঢ় হবে।

আশা করি, ছোটদের এই মিষ্টি গল্পের বইটি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। শিশুদের সুন্দর আগামী পথে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হোক। আপনাদের দোয়াপ্রার্থী।

বিনীত

আজমিন আক্তার ইভা

info.iffah@gmail.com

পবা, রাজশাহী

১০ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬



প্রিয় ছোট বন্ধু,

আকাশ ছুঁতে চাওয়া একটি পাখি যখন ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, সে জানে না কতদূর যাবে, কিন্তু তার ভেতরে থাকে এগিয়ে চলার তীব্র সাহস, বিশাল স্বপ্ন আর অদম্য শক্তি। তেমনি আমাদের হৃদয়েও আছে এক জালাতি স্বপ্ন— আল্লাহর প্রিয় হওয়ার, তাঁর পথে অন্তহীন হেঁটে চলার।

এই বইটা আমি তোমার জন্য লিখেছি— তোমার কোমল হৃদয়ে ইসলামের ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে, তোমাকে ফিরদাউসের দিকে ডানামেলার স্বপ্ন দেখাতে।

তোমরা, আজকের শিশুরাই কিন্তু আগামী দিনের বড় মানুষ হবে। তবে বড় মানে শুধু বয়সে বড় হওয়াই নয়— বরং বড় হতে হবে হৃদয়ে, আচরণে, নৈতিকতায়, আর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায়।

এই বইয়ের প্রতিটি গল্প তোমাকে শেখাবে, কীভাবে একজন সত্যিকারের ভালো মুসলমান হওয়া যায়। সত্য বলা, দয়া করা, ধৈর্য ধরা, ক্ষমা করতে শেখা আর আল্লাহর কথাগুলো ভালোবেসে মেনে চলার মাধ্যমে তুমি ভালো মুসলমান হতে পারবে।

আমি স্বপ্ন দেখি, তোমার ছোট মনটি জান্নাতের পাখি হয়ে একদিন উড়ে বেড়াবে জান্নাতি বাগানের ডালে ডালে— আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

এই বইয়ে তোমাদের জন্য রয়েছে মজার মজার কিছু গল্প— যেখানে আছে কোরআনের আয়াত, হাদিসের বাণী আর দারুণ সব শিক্ষা। তুমি পড়তে পড়তে কখনো হাসবে, কখনো-বা চিন্তা করবে, আর নিজের ভেতরে দেখতে পাবে এক অন্যরকম আলোর ঝলকানি।

তাহলে চলো, শুরু করি আমাদের আকাশমুখী যাত্রা...

– তাওহীদা মাহমুদ

উৎসর্গ

আমার বাবা-মাকে—

যারা আমার পৃথিবীর জান্নাত।

যাদের স্নেহ, দোয়া আর পথপ্রদর্শন

আমাকে জান্নাতের পথ চিনিয়েছে।

এবং

আবু যাহরাকে—

আমার হাসি আর অশ্রুর প্রতিটি মুহূর্তে

যার নিঃশব্দ উপস্থিতি আশ্রয় হয়ে থাকে।

জীবনের সুখে-দুঃখে যার ছায়া সারাজীবন আমার

উপর চাই।



সুচিপত্র

- ১ » সত্যের পথে চলি
- ২ » হৃদহৃদের পাঠশালা
- ৩ » কালু কাকের কান্না
- ৪ » জান্নাতের চাবি
- ৫ » সবরের ফল
- ৬ » হাসির সাদাকা
- ৭ » সবকিছু দেখেন তিনি
- ৮ » রাগের আগুন
- ৯ » সালামের মিষ্টি শব্দ
- ১০ » পরিস্কার মন, সুন্দর জীবন

সত্যের পথে চলি

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন—

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো।’

(সূরা আহযাব, আয়াত ৭০)

নাফি। খুব শান্ত ও ভদ্র ছেলে। বয়স তার মাত্র দশ, কিন্তু স্বপ্ন তার আকাশের মতো বড়। নাফির বাবা একজন মাদ্রাসা শিক্ষক। তার মা বেশ নম্র ও ধার্মিক একজন নারী। ছোট নাফি সবসময় চেষ্টা করে ভালো ছেলে হতে।

একদিনের ঘটনা। স্কুলে সবাই মাঠে খেলাধুলা করছিলো। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ফুটবল উড়ে এসে জানালায় আঘাত করলো। অমনি ঝনঝন করে ভেঙে পড়লো জানালার কাঁচ।



ভীষণ রাগে গর্জে উঠলেন শিক্ষক। বললেন— ‘কে করেছে এই কাজ?’

সবাই চুপ। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কারো মুখ। একজন অপরজনের পেছনে মুখ লুকোচ্ছে। কারণ কেউই শাস্তি পেতে চায় না।

সেই মুহূর্তে নাফি হাত তুলে বললো— ‘স্যার, আমি করেছি। কিন্তু আমি ইচ্ছা করে করিনি। আমার ভুল হয়েছে। আমি ক্ষমা চাই।’

সবাই তো ভীষণ অবাক! শিক্ষকও আশ্চর্য হলেন। তিনি নাফির কাঁধে হাত রেখে বললেন— ‘তুমি তো জানো সত্য বললে শাস্তি পেতে হবে, তাও কেন সত্য বলেছো?’

নাফি বললো— ‘কারণ আমি শুনেছি, সত্য আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহ সত্যবাদীকে ভালোবাসেন। আর আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— ‘সত্যই মানুষকে বাঁচিয়ে দেয়, আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে’, তাই আমি সত্য বলেছি।’





শিক্ষক খুশি হয়ে নাবির পিঠ চাপড়ে দিলেন। তিনি বললেন— ‘সত্যিই তুমি আল্লাহর প্রিয় কাজ করেছ। সত্য বলাই সবচেয়ে বড় সাহসের কাজ।’

স্কুলের সবাই নাবির সততায় মুগ্ধ হলো। বন্ধুদের মধ্যে সে সবার আদর্শ হয়ে উঠলো। তার সততার গল্প সবাইকে শেখালো— সত্য বলার সাহসই সবচেয়ে বড় সাহস।

হাদীস:

‘তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, সত্য কল্যাণের পথ দেখায়। আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।’

শিক্ষা:

সত্য বলার মানে কেবল মুখে সত্য বলা না, বরং যখন ভয় লাগে— তখনও সত্যের পাশে থাকা। সত্যের পথ সরল নয়, কিন্তু সে পথেই জান্নাতের ফুল ফোটে।